বিজ্ঞান দরবার

উদ্দেশ্য : সর্বস্তরে বিজ্ঞান চেতনার প্রচার ও প্রসার

৫৮৫ , অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর পো.) , পো. কাঁচরাপাড়া , পিন--৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগনা
ESTD: 1980,REGD. NO.S/39444 (REGD. RENEWAL AS PER SOCIETY ACT. 2017-'18 FROM GOVT.OF WEST BENGAL
PH. NO : 9474330092 / 9143264159 / 9874778216 / 9433962227 / 9432335882 / 9433874915 / 9002071017
E. MAIL : bijnandarbar1980@gmail.com / website www.ssu2011.com/bigyan-anneswak

.....

বাংলার যমুনা নদী
নদীর জন্য পদযাত্রা

রিপোর্ট : প্রেস রিলিজ

১৪মার্চ থেকে ১৬ মার্চ,২০১৯ হরিনঘাটা

বিজ্ঞান দরবার ,কাঁচরাপাড়া , পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ,বারাকপুর , নদী বাঁচাও কমিটি ও বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা এদের যৌথ উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপি নদীর জন্য এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয় । ১৪ মার্চ হরিনঘাটা বাজার থেকে সকাল ১০টায় এক বর্নাঢ্য পদযাত্রা শুরু হয় । বিজ্ঞান দরবাবের পক্ষে জয়দেব দে জানান যে নদী মাতৃক দেশ আমাদের ভারতবর্ষ । এর প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত নদী , বিশেষত গাঙ্গেয় সমভূমিতে এর সবচেয়ে বেশি ব্যাপকতা লাভ করেছে । এই নদীই দিয়েছে সভ্যতার জন্ম । সভ্যতার বিস্তৃতির সাথে সাথে আমরা নদীর দখল নিতে শুরু করেছি । সে চাষই হোক বা বসবাস বা প্রয়োজনে বিরাট বাঁধ । এই ভাবে সুজলা সুফলা বাংলা থেকে একের পর এক বহু নদী হারিয়ে গেছে । এমনই একটি মৃতপ্রায় নদী বাংলার যমুনা ।

১৯১৯ সালে প্রথম ও শেষবারের মত পুরো যমুনা অববাহিকায় সংস্কার করতে বাধ্য হয়েছিল বৃটিশ শাসকরা । গোবরডাঙ্গার জমিদার গিরিজা প্রসন্নের হাজারো মানুষ সেদিন পথে নেমেছিলেন যমুনাকে বাঁচাতে। যমুনা আমদের সকলের নদী। তাই এই যমুনা নদীকে বাঁচাতে পারলে আর্সেনিকের সমস্যা দূর হবে । পাশাপাশি চাষের উন্নতি হবে । এর ফলে সমাজ জীবনের প্রভূত উন্নতি হবে ।

বর্তমানে যমুনা নদী সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে । আমরা সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানচ্ছি । যমুনা নদী সংস্কারের ক্ষেত্রে আমরা বিজ্ঞান ও পরিবেশ কর্মীরা কিছু ভাবনা আপনাদের কাছে তুলে ধরছি যথা :

১. যমুনার উৎসমুখ ভাগিরথীর সাথে মেশাতে হবে ।
২. বাগের খাল সংস্কার করে যমুনাতে ভাগিরথির জল প্রবেশ করাতে হবে ।
৩. যমুনাতে পলি (মাটি) কেটে নদীর বুকে ফেলা যাবে না ।
৪. যমুনার পলি নদীর বুকে না ফেলে অন্যান্য উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে ব্যবহার করা হোক ।
৫. যমুনা সংস্কারের পাশাপাশি যমুনার শাখানদী ও উপনদীগুলির সংস্কার করাপ্রয়োজন ।
৬. যমুনাতে বাঁধাল (নদীর মাঝামাঝি বাঁশ, মশারী ও বালির বস্তা দিয়ে নদীর প্রবাহকে ২-৩ ফুটের মধ্যে আটকে দেওয়া) মুক্ত করতে হবে ।
৭. আঞ্চলিক ভাবে মৃতপ্রায় যমুনা নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে ।
৮. যমুনা নদীর তীরবর্তী শ্মশান গুলির সংস্কার করা প্রয়োজন ।
৯. যমুনা নদী বাঁচাতে গেলে ইছামতি নদীর সংস্কার প্রয়োজন ।
১০. যমুনা অববাহিকায় থাকা অসংখ্য বিল বাওরকে কেন্দ্র করে প্রচুর মৎসজীবিরা জীবনজীবিকা নির্বাহ করে । এই বিল-বাওর গুলির আশু সংস্কার করা প্রয়োজন ।

১১. নদীর বুকে অবস্থিত ভেড়ি ও পুকুর গুলি বন্ধ করতে হবে ।
১২. যমুনা ইছামতি সংযোগস্থল (মোহনা) বারবার মাটি তোলার ফলে নদী বক্ষ অপেক্ষা এই স্থানটি নিচু হয়ে যাওয়ায় বন্যার জল জমে যাচ্ছে । এই সমস্যা সমাধানে তেঁতুলিয়া ব্রিজের কাছে যমুনা সংস্কার করা প্রয়োজন ।
১৩. যমুনা তীরবর্তী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ফলের গাছ ও অন্যান্য গাছ লাগানো প্রয়োজন। নদীর গভিরতা বৃদ্ধি পাবে। আর্সেনিকের সমস্যা দূর হবে । চাষের জল পাওয়া যাবে। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে ।
১৪. যমুনার উৎসমুখ থেকে মোহনা পর্যন্ত (সংযোগ স্থল) এই জলপথকে হেরিটেজ জলপথ হিসবে ঘোষণাকরতে হবে ।
১৫. নদীকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব ।তাই এই নদীতে আবর্জনা ফেলা ও দখল বন্ধ করতে হবে ।
১৬. নদীকে ব্যবহারের ধারণা ও পদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন ।

১৪মার্চ পদযাত্রার শুরুতে বড়জাগুলি গোপাল অ্যাকাডেমি হাই স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকরা অংশ গ্রহণ করেন । পদযাত্রা হরিনঘাটা কলেজ হয়ে ফতেপুর বাজারে একটি পথসভার আয়োজন করা হয় । পথসভায় গোপাল অ্যাকাডেমি স্কুলের ছাত্ররা নদীকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বলেন । স্কুলের শিক্ষক সুভাষিস বসু পদযাত্রায় সামিল হয়ে বলেন যমুনা নদী হরিনঘাটা ব্লকের লাইফ লাইন । একে যদি ঠিকমত সংস্কার করা যায় , তবে গোটা এলাকার অর্থনীতিই বদলে যাবে। এর পরে পদযাত্রা হারিপুকুরিয়া হাই স্কুলে জমায়েত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এক আলোচনা সভায় যমুনা নদীর বর্তমান করুন অবস্থার কথা বলেন অনুপ হালদার। বক্তা জানান যে যমুনার শাখানদীগুলির আজ আর কোনো চিহ্ন খুজে পাওয়া যাবে না । এগুলিকে সংস্কার করলে যমুনা বাঁচবে । বিজ্ঞানকর্মী সুজয় বিশ্বাস বলেন নদীকে যদি ঠিক মত সংরক্ষণ করা যায় , তবে এলাকার আর্সেনিক সমস্যার সমাধান হবে । ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা সভাটি বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ।

২য় পর্বে পদযাত্রা নগরউখরা হাইস্কুলে হাই স্কুলে জমায়েত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আলোকচিত্রসহ বাংলার যমুনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন অনুপ হালদার ।বক্তা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যমুনা নদীর ইতিহাস তুলে ধরেন ।প্রধান শিক্ষক সুশিতাভ ভট্টাচার্য পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে এই পদযাত্রায় অংশগ্রহনকারী সকলকে ধন্যবাদ জানান । আলোচনা সভায় রুপালি চাকলাদার সঞ্জিব কাষ্ঠ, রাহুল দেব বিশ্বাস ও সাধন বিশ্বাস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন ।

৩য় পর্যায়ে পদযাত্রা হাসপুর হয়ে ঘোঁজা ছাত্রমহল ক্লাবে জমায়েত হয়ে রাত ৭টায় যমুনা নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় নদী গবেষক গোপীনাথ বিশ্বাস ।এক প্রশ্নের উত্তরে জানান নদী সংস্কার বাদ দিয়ে কখনো নির্মল বাংলা সম্ভব নয় । যমুনা ও ইছামতী নদীর সংস্কার করা প্রয়োজন । আলোচনা সভায় স্থানীয় লোকেরা অংশগ্রহন করেন ।

২য় দিন পদযাত্রা সকাল ৮টায় শুরু হয়। নহাটা বাজার সংলগ্ন এলাকার পার্বতী খাল সংস্কারের দাবী নিয়ে স্থানীয় এলাকার লোকজনদের নিয়ে এলাকা পরিক্রমা করে। পার্বতী খাল বাঁচাও কমিটির আহ্বায়ক প্রদীপ সরকার জানান দীর্ঘ ২০-২২ কি.মি. লম্বা এই খাল আজ ধ্বংসের মুখে ।এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য এই খাল সংস্কার করা প্রয়োজন ।
এরপরে পদযাত্রা নহাটা যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ।শুরুতে অধ্যক্ষ ড. অর্নব ঘোষ পদযাত্রায় অংশগ্রহনকারী সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে যমুনা সংস্কারের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান । সভায় পরিবেশ কর্মী সুরাজ পাল যমুনা নদীর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন । সভায় অনুপ হালদার , অভিজিত চাকলাদার , জয়দেব দে, ও রূপালী চাকলাদার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন । এরপরে পদযাত্রা রামপুর আর.টি.আর স্কুলের ছাত্রদের কাছে যমুনা নদীর বর্তমান করুন চিত্র তুলে ধরেন । পাশাপাশি এর সংস্কার শুরু হয়েছে ।এই কাজটিকে তদারকি করা দরকার

৩য় তথা শেষ দিন পদযাত্রা রামপুর থেকে গাইঘাটা হয়ে গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদের সভাঘরে সকাল ১০টায় সমাপ্তি অনুষ্ঠান শুরু হয় । শুরুতে পদযাত্রায় অংশগ্রহনকারী সকলেই তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন । বিশিষ্ট পারিবেশবিদ পবিত্র মুখোপাধ্যায় যমুনা নিয়ে অনেক অজানা তথ্য তুলে ধরেন । নদী বাঁচাও জীবন বাঁচাও কমিটির আহ্বায়ক তাপস দাস সারা দেশ জুড়ে গঙ্গার অবিরল ও নির্মল রাখার দাবিতে হরিদ্বার মাতৃসদন আশ্রমের স্বামি আত্মবোধানন্দজির এর ১৪২ দিন ধরে অনশনের কথা সভায় উল্লেখ করেন । পরিবেশ বান্ধব মঞ্চের পক্ষে তাপস বিশ্বাস গঙ্গার অবিরল ধারা নিয়ে রাজ্যের পরিবেশ কর্মীদের আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন । সভায় গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদের পক্ষে দীপক কুমার দাঁ ,বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সম্পাদক তপন সাহা , গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট এর সভাপতি ড. সুনিল বিশ্বাস শিক্ষক মনতোষ মিত্র প্রমুখ আলোচনা সভায় অংশগ্রহন করেন । বিজ্ঞান দরবারের পক্ষে সুবিনয় পাল যমুনা পদযাত্রার পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন । সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ।

প্রতিবেদক : জয়দেব দে, বিজ্ঞান দরবার